বরাবর

হযরাতে মুফতিয়ানে কেরাম

বিষয় : মূর্তি ও ভাস্কর্যের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গ

জনাব,

বর্তমান আমাদের দেশে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে মূর্তি ও ভাস্কর্যের প্রসঙ্গে ব্যাপক আলোচনা হতে দেখা যাচ্ছে। কেউ এ দুয়ের মাঝে হারাম হওয়ার দিক থেকে কোনো পার্থক্য নেই বলে দাবি করছেন এবং এগুলোকে ইসলাম বিরোধী আখ্যায়িত করছেন। আবার কিছু লোক এ দুটির মাঝে পার্থক্য তুলে ধরে বিধানগত ব্যবধান ব্যাখ্যা করছেন। মোটকথা বিষয়টি নিয়ে কারো কারো মনে এক প্রকার সংশয়-সন্দেহ দানা বেঁধেছে। এহেন পরিস্থিতিতে সঠিক বিষয়টি জনসম্মুখে প্রকাশ করা হলে মুসলমানদের ঈমান আক্বীদার হেফাজত হবে । তাই এ বিষয়ে নিম্নের প্রশ্নগুলোর কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক উত্তর কামনা করছি।

১. মানুষ বা অন্য যে কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য ও মূর্তি নির্মাণ, স্থাপন ও সংরক্ষণে ইসলামের বিধান কী? এবং প্রাণীর ভাস্কর্য ও মূর্তির মাঝে শরয়ী বিধানের দিকে দিয়ে কোনো পার্থক্য আছে কিনা?

২. আমাদের দেশের কিছু কিছু লোক ভাস্কর্যের বৈধতার পক্ষে নিম্নোক্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন করে থাকে, তাদের এ দাবী সঠিক কিনা?

ক. সূরা সাবার ১৩ নং আয়াতে বর্ণিত হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘটনা।

খ.হাদীস শরীফে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রা.)-এর খেলনা পুতুলের ঘটনা। (বোখারী, আবু দাউদ)

গ. সীরাতে ইবনে ইসহাকের বরাতে কাবা শরীফে মেরীর ছবি অক্ষত রাখার ঘটনা।

নিবেদক

১. মাও : মুরশিদুল আলম
প্রিন্সিপাল : হাজী ইউনুস কওমী মাদ্রাসা, মুরাদপুর, কদমতলী, ঢাকা।

২. হাফেজ মাও : হারুনুর রশিদ
প্রিন্সিপাল : মাদ্রাসাতুস সুফ্‌ফা আল আরাবিয়া, মীরহাজিরবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

৩. মুফতি রুহুল আমীন
প্রিন্সিপাল : মাদরাসাতু সালমান ঢাকা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

৪. মুফতি সফিক সাদী
প্রিন্সিপাল : দারুল হিকমাহ আল ইসলামিয়া দোলাইপাড়, শ্যামপুর।

৫. হাফেজ মাও : আনোয়ার হামীদী
খতীব : বাইতুন নূর কম্পানি বাড়ী মসজিদ, মীরহাজিরবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

১ নং প্রশ্নের উত্তর

কোরআন-হাদীসের আলোকে মানুষ ও অন্য যে কোনো প্রাণীর ভাস্কর্য/মূর্তি নির্মাণ, স্থাপন, সংরক্ষণ পূজার উদ্দেশ্যে না হলেও সন্দেহাতীতভাবে নাজায়েয ও স্পষ্ট হারাম এবং কঠোরতর আযাবযোগ্য গুনাহ। আর যদি পূজার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা স্পষ্ট শিরক। প্রাণীর ভাস্কর্য ও পূজার মূর্তির মাঝে শরীয়াতের দৃষ্টিকোণে হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে :
প্রথম আয়াত :

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَ اجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ○

'তোমরা পরিহার কর অপবিত্র বস্তু অর্থাৎ মূর্তিসমূহ এবং পরিহার কর মিথ্যাকথন।' -সূরা হজ্জ : ৩০

এই আয়াতে পরিস্কারভাবে সবধরানের মূর্তি পরিত্যাগ করার এবং মূর্তিকেন্দ্রিক সকল কর্মকান্ড বর্জন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াত

অন্য আয়াতে কাফের সম্প্রদায়ের অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে এভাবে-

وَ قَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَ لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّ لَا سُوَاعًا ۙ۬ وَّ لَا يَغُوْثَ وَ يَعُوْقَ وَ نَسْرًا

'এবং তারা বলেছিল, তোমরা কখনো পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদেরকে এবং কখনো পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসরকে।' -সূরা নূহ : ২৩

উপরের আয়াতে উল্লেখিত নামগুলো সম্পর্কে সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এগুলো নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেক লোকের নাম ছিল। তারা মারা গেলে, শয়তান তাদের কওমের লোকদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিল যে, তারা যেখানে বসে মজলিস করত, সেখানে তোমরা কতিপয় ভাস্কর্য স্থাপন কর এবং ওই সমস্ত পুণ্যবান লোকের নামেই এগুলোর নামকরণ কর। কাজেই তারা তাই করল, কিন্তু তখনও ওই সব ভাস্কর্যের পূজা করা হত না। তবে ভাস্কর্য স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং ভাস্কর্যগুলোর ব্যাপারে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদের পূজা আরম্ভ করে দেয়। -সহীহ বুখারী হাদীস : ৪৯২০

উপরে উল্লেখিত আয়াতে কাফের সম্প্রদায়ের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখিত হয়েছে :

১. মিথ্যা উপাস্যদের পরিত্যাগ না করা।
২. মূর্তি ও ভাস্কর্য পরিহার না করা।

তাহলে মিথ্যা উপাস্যের উপাসনার মতো ভাস্কর্যপ্রীতিও কুরআন মজীদে কাফেরদের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত। অতএব এটা যে ইসলামে গর্হিত ও পরিত্যাজ্য তা তো বলাই বাহুল্য।

হাদীস শরীফেও নবী করীম (সাঃ) প্রাণীর ভাস্কর্য সম্পর্কে পরিষ্কার বিধান দান করেছেন

হাদীস : ১

عَنْ مُسْلِمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ، فِي دَارِ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَرَأَى فِي صُفَّتِهِ تَمَاثِيلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ»

অর্থ : মুসলিম (রহ.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা (একবার) মাসরূকের সাথে ইয়াসির ইবনে নুমায়রের ঘরে ছিলাম। মাসরূক ইয়াসিরের ঘরের আঙ্গিনায় কতগুলো ভাস্কর্য দেখতে পেয়ে বললেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি তিনি বলেন, নিশ্চয়ই কিয়ামত-দিবসে প্রতিকৃতি তৈরিকারী (ভাস্কর, চিত্রকর) সবচেয়ে কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত হবে। (সহীহ বুখারী হা. ৫৯৫০)

হাদীস : ২

حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَرَأَى أَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً

অর্থ : ওই লোকের চেয়ে বড় জালেম আর কে যে আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করার ইচ্ছা করে। তাদের যদি সামর্থ্য থাকে তবে তারা সৃজন করুক একটি শষ্যকণা কিংবা একটি অনু।(সহীহ বুখারী হা. ৫৯৫৩)

হাদীস : ৩

عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় যারা এসকল প্রতিকৃতি নির্মাণ করে, তাদেরকে কিয়ামত-দিবসে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, যা তোমরা 'সৃষ্টি' করেছিলে তাতে প্রাণসঞ্চার কর!' (সহীহ বুখারী হা. ৭৫৫৭, ৭৫৫৮)

হাদীস : ৪

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ، وَلاَ يَذْكُرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سُئِلَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ»

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'যে কেউ দুনিয়াতে কোনো প্রতিকৃতি তৈরি করে কিয়ামত-দিবসে তাকে আদেশ করা হবে সে যেন তাতে প্রাণসঞ্চার করে অথচ সে তা করতে সক্ষম হবে না।' (সহীহ বুখারী হা. ৫৯৬৩)

এসকল হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ অত্যন্ত কঠিন কবীরা গুনাহ।

হাদীস : ৫

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ،... ... قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ» ... الحديث

অর্থ : হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত,... ... নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন 'আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রেরণ করেছেন আত্মীয়তার সর্ম্পক বজায় রাখার, মূর্তিসমূহ ভেঙ্গে ফেলার, এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার ও তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে শরীক না করার বিধান দিয়ে। (সহীহ মুসলিম হা. ৮৩২)

হাদীস : ৬

عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ «أَنْ لَا تَدَعَ تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ»

অর্থ : আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে ওই কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করব না, যে কাজের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? তা এই যে, তুমি সকল প্রাণীর ভাস্কর্য মিটিয়ে দিবে এবং সকল উঁচু কবর সমান করে দিবে।' (সহীহ মুসলিম হা. ৯৬৯)

হাদীস : ৭

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدَعُ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرَهُ، وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّاهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخَهَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ. فَانْطَلَقَ، فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، فَرَجَعَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَانْطَلِقْ» فَانْطَلَقَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَدَعْ بِهَا وَثَنًا إِلَّا كَسَرْتُهُ، وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَّخْتُهَا. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَادَ لِصَنْعَةِ شَيْءٍ مِنْ هَذَا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

অর্থ : আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে মদীনায় যাবে এবং যেখানেই কোনো মূর্তি পাবে তা ভেঙ্গে ফেলবে, যেখানেই কোনো (উঁচু) কবর পাবে তা সমান করে দিবে এবং যেখানেই কোনো ছবি পাবে তা মুছে দিবে।' আলী রা. এই দায়িত্ব পালন করলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে কেউ পুনরায় উপরোক্ত কোনো কিছু তৈরি করতে প্রবৃত্ত হবে সে মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি অবতীর্ণ শরীয়তকে অস্বীকার করল।' (মুসনাদে আহমাদ হা. ৬৫৭)

এসকল হাদিস থেকে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যে, যে কোনো মূর্তি ও প্রাণীর ভাস্কর্য ইসলামে পরিত্যাজ্য এবং তা নিশ্চিহ্ন করাই হল ইসলামের বিধান। আর এগুলো নির্মাণ করা ইসলামী শরীয়তকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য।

হাদীস : ৮

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ بَعْضُ نِسَائِهِ كَنِيسَةً رَأَيْنَهَا بِأَرْضِ الحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا: مَارِيَةُ، وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ، وَأُمُّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَتَا أَرْضَ الحَبَشَةِ، فَذَكَرَتَا مِنْ حُسْنِهَا وَتَصَاوِيرَ فِيهَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «أُولَئِكِ إِذَا مَاتَ مِنْهُمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا، ثُمَّ صَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ أُولَئِكِ شِرَارُ الخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ»

অর্থ : উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুস্থতার সময় তাঁর জনৈকা স্ত্রী একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। গির্জাটির নাম ছিল মারিয়া। উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা ইতোপূর্বে হাবাশায় গিয়েছিলেন। তারা গির্জাটির কারুকাজ ও তাতে বিদ্যমান প্রতিকৃতিসমূহের কথা আলোচনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শয্যা থেকে মাথা তুলে বললেন, ওই জাতির কোনো পুণ্যবান লোক যখন মারা যেত তখন তারা তার কবরের উপর ইবাদতখানা নির্মাণ করত এবং তাতে প্রতিকৃতি স্থাপন করত। এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।' (সহীহ বুখারী হা. ১৩৪১, সহীহ মুসলিম হা. ৫২৮, নাসায়ী হা. ৭০৪)

হাদীস : ৯

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي البَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ بِأَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ، فَقَالَ «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلاَمِ قَطُّ»

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, '(ফাতহে মক্কার সময়) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বায়তুল্লাহয় বিভিন্ন প্রতিকৃতি দেখলেন তখন তা মুছে ফেলার আদেশ দিলেন। প্রতিকৃতিগুলো মুছে ফেলার আগ পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করেননি।... ... ...' (সহীহ বুখারী হা. ৩৩৫২)

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল। এ প্রসঙ্গে ইসলামী বিধান বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। কুরআন-সুন্নাহর এই সুস্পষ্ট বিধানের কারণে মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, স্থাপন ইত্যাদি সকল বিষয় হারাম ও সম্পূর্ণ নাজায়েয হওয়ার ব্যাপারে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত পোষণ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, শ্রদ্ধা নিবেদন বা সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য না হলে মানুষ বা প্রাণী ছাড়া অন্য বস্তুর ভাস্কর্য নির্মাণের সুযোগ রয়েছে।

দেখুন : উমদাতুল কারী ১০/৩০৯; ফাতহুল বারী ১০/৪০১; তাকমিলা ফাতহুল মুলহিম : ৪/১৫৯

২ নং প্রশ্নের উত্তর

কিছু কিছু লোক যারা প্রাণীর ভাস্কর্য ও মূর্তির মাঝে পার্থক্য করে প্রাণীর ভাস্কর্যকে বৈধ প্রমাণের অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই বলে যে, ভাস্কর্য ও মূর্তি এক নয়- তাদের দাবী শরয়ী বিধানের দিক থেকে তো ঠিক নয়-ই, এমনকি আভিধানিকভাবেও ভুল। কারণ আভিধানিকভাবে প্রাণীর ভাস্কর্য ও মূর্তির মাঝে বৈপরিত্য নেই।

ভাস্কর্য :

* 'বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' মতে- ভাস্কর্য : প্রস্তরাদি খোদাই করে বা তা দিয়ে মূর্তি নির্মাণের কাজ।
* ভাস্কর্য-এর ইংরেজি প্রতি শব্দ বাংলা একাডেমি ইংলিশ বাংলা ডিক্‌শনারী মতে :Sculpture : (স্কাল্‌প্‌চার)১.ভাস্কর্য ২. প্রতিমা, মূর্তি
* সংসদ বাংলা অভিধান' মতে- ভাস্কর : ... ধাতু পাথর প্রভৃতি দিয়ে মূর্তি নির্মানকারী শিল্পী। ভাস্কর্য বি. ধাতু পাথর প্রভৃতি দিয়ে মূর্তি নির্মানের শিল্প।
* ড. ফজলুর রহমান কৃত বাংলা-ইংরেজি-আরবি ব্যবহারিক অভিধান মতে ভাস্কর্য :Sculpture : (স্কাল্‌প্‌চার) تمثال (তিমছাল) نحت (নাহ্‌ত)

মূর্তি :

* বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান মতে মূর্তি : দেহ, আকৃতি, রূপ, প্রতিমা।
মূর্তির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে : Statue
*বাংলা একাডেমি ডিক্‌শনারী মতে Statue : কাঠ, পাথর বা ব্রোনজে খোদিত ব্যক্তির আকারে প্রতিমূর্তি।

Statu-ary : প্রতিমূর্তি বা ভাস্কর্য সংক্রান্ত। -Marble : ভাস্কর্য, শিলামূর্তি।

আর প্রশ্নোল্লেখিত তাদের সংশয়গুলোর জবাব যথাক্রমে নিম্নে দেওয়া হলো :

ক.

প্রাণীর ভাস্কর্যকে বৈধ বলতে যেয়ে তারা যে আয়াতটি পেশ করে তা হল, সূরা সাবার ১৩ নং আয়াত, এতে বলা হয়েছে,

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ

অর্থ : তারা (জ্বিনেরা) সোলায়মানের (আ.) ইচ্ছে অনুযায়ী দূর্গ, ভাস্কর্য, হাউজ সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করতো।

উক্ত আয়াতে বর্ণিত تَمَاثِيل তথা ভাস্কর্য নির্মাণের কথাকে কেন্দ্র করে যারা প্রাণীর ভাস্কর্য বৈধ বলে দাবি করে তারা মূলত উক্ত আয়াতের বিশুদ্ধ তাফসীরকে পাশ কাটিয়ে যায়। কারণ বিশুদ্ধ তাফসীর অনুসারে উক্ত আয়াতে বর্ণিত ভাস্কর্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিষ্প্রাণ বস্তুর ভাস্কর্য।

তবে অনেকে এটাকে প্রাণীর ভাস্কর্য বলে দাবি করেছেন কিন্তু তারা একথাও স্পষ্ট করেছেন যে, সোলায়মান (আ.)-এর যুগে তার বৈধতা থাকলেও পরবর্তীতে শেষ নবী (সা.)-এর শরীয়তে বিশুদ্ধ হাদীসে প্রাণীর ভাস্কর্যকে কঠোরভাবে নিষেধ করার মাধ্যমে উক্ত বৈধতা রহিত হয়ে গেছে। যেমন, ভাই বোনের পরস্পর বিয়ে হযরত আদম (আ.) এর শরীয়তে বৈধ ছিল, আমাদের শরীয়তে সেটা রহিত হয়ে গেছে। (তাফসীরে কুরতুবি ১৪/২৭২, আলবাহরুল মুহীত ৮/৫৫২, ফাতহুল বারী ৬/৪৬৭, ফাতহুল মুলহিম ৪/৩৫)

فتح الباري ٦/٢٦٧:

وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ التَّمَاثِيلَ كَانَتْ عَلَى صُورَةِ النُّقُوشِ لِغَيْرِ ذَوَاتِ الْأَرْوَاحِ وَإِذَا كَانَ اللَّفْظُ مُحْتَمِلًا لَمْ يَتَعَيَّنِ الْحَمْلُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُشْكِلِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ الْكَنِيسَةِ الَّتِي كَانَتْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَا فِيهَا مِنَ التَّصَاوِيرِ وَأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانُوا إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّورَةَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فِي ذَلِكَ الشَّرْعِ مَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ شَرُّ الْخَلْقِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ فِعْلَ صُوَرِ الْحَيَوَانِ فِعْلٌ مُحْدَثٌ أَحْدَثَهُ عُبَّادُ الصُّوَرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

فتح الملهم ٢/٣٥:

وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم يشعر بأن تصوير الآدميين لم يكن جائزا في شرائعهم، ولو كان جائزا فيها ما أطلق عليه صلى الله عليه وسلم أن الذى فعله شر الخلق، فدل على أن فعل صور الحيوان فعل محدث أحدثه عباد الصور، وأما قوله تعالى عند ذكر سليمان عليه السلام يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ فيحتمل أن يقال إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح، وإذا كان اللفظ محتملا فيحمل على ما يوافق الأحاديث الصحيحة المرفوعة.

খ.

প্রাণীর ভাস্কর্যের বৈধতার পক্ষে গুরুত্বের সাথে যে হাদীসটি দলিল হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তা হলো :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، «فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي»

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি নবীজি (সা.)-এর ঘরে পুতুল দিয়ে খেলতাম, আমার কয়েকজন খেলার সঙ্গিনী ছিল তারা আমার সাথে খেলত, নবীজি (সা.) যখন ঘরে আসতেন, তারা লুকিয়ে যেত, নবীজি (সা.) তাদেরকে আমার দিকে পাঠিয়ে দিতেন, তখন তারা আমার সাথে খেলত। -বোখারী হা. ৬১৩০

উক্ত হাদীস দ্বারা ভাস্কর্যের বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ:
হযরত আয়েশার (রা.) ওই খেলনা ছিল কাপড়ের টুকরা বা কাগজ দ্বারা তৈরী অসম্পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট পুতুল, যা দিয়ে তিনি শৈশবে খেলতেন বলে উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়। কাজেই শিশুর খেলনা পুতুল দিয়ে ভাস্কর্যের বৈধতা প্রমাণ হিসেবে পেশ করা নিতান্তই অবান্তর। কেননা হযরত আয়েশার (রা.) উল্লেখিত হাদীসটি হলো খেলনার বিষয়ে, আর প্রাণীর প্রতিকৃতি নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে স্বয়ং হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক সফর থেকে ফিরলেন। আমি দরজায় একটি ঝালরবিশিষ্ট পর্দা ঝুলিয়ে ছিলাম। যাতে পাখাওয়ালা ঘোড়ার প্রতিকৃতি ছিল। তিনি তা খুলে ফেলার নির্দেশ দিলেন। আমি তা খুলে ফেললাম। (সহীহ মুসলিম-২১০৭)

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ عَلَى بَابِي دُرْنُوكًا فِيهِ الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ، فَأَمَرَنِي فَنَزَعْتُهُ» صحيح مسلم (٢١٠٧)

لمعات التنقيح لعبد الحق الدهلوى٦/ ١٢٧ : و(اللعب) بضم اللام وفتح العين جمع لُعْبة، وهي التمثال وما يلعب به كالشطرنج، والمراد هنا ما يلعب به الصبية من الخرق والرقع، ولم يكن لها صور مشخصة كالتصاوير المحرمة، فلا حاجة إلى ما قيل: إن عدم إنكاره -صلى الله عليه وسلم- لعبها بالصور وإبقاءهما في بيتها دال على أن ذلك كان قبل التحريم، أو أن لعب الصغار مظنة الاستخفاف.

شرح النووى على مسلم ٩/ ٢٠٨

مرقاة المفاتيح ٥/ ٢٠٦١

গ.

ভাস্কর্যের পক্ষে আরেকটি দলিল এভাবে বলা হয় যে

আলফ্রেড গিয়োম-কৃত সীরাতে ইবনে হিশামের ইংরেজি অনুবাদে উল্লেখ আছে যে, আমাদের মহানবী (সা.) কাবা শরীফের ৩৬০ টি মূর্তি অপসারণের নির্দেশ দিলেও সেখানে মাঝখানের স্তম্ভে মেরীর একটি ছবি দেখে তাতে হাত রেখে নবী (সা.) বললেন, এই ছবিটা তোমরা নষ্ট করো না। (অক্সফোর্ট ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত বইটির অনুবাদ করেছেন আলফ্রেড গিয়োম, পৃষ্ঠা-৫৫২)

এটি একটি অসত্য বর্ণনা। নবীজির (সা.) পবিত্র সীরাত যাদের অধ্যয়ণে এসেছে এবং প্রাণীর প্রতিকৃতি তৈরি ও তার বিধানের ব্যাপারে যারা অবগত আছেন তারা এই মিথ্যাচার সহজেই উপলব্ধি করতে সক্ষম। কেননা বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের দ্বারা কাবা শরীফের সকল মূর্তি অপসারণ ও প্রতিকৃতি মুছে ফেলার কঠোর নির্দেশ প্রমাণিত রয়েছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا رَأَى الصُّوَرَ فِي البَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمَرَ بِهَا فَمُحِيَتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ بِأَيْدِيهِمَا الأَزْلاَمُ، فَقَالَ «قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالأَزْلاَمِ قَطُّ»

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, মক্কা বিজয়ের সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বায়তুল্লাহে বিভিন্ন প্রতিকৃতি দেখলেন তখন তা মুছে ফেলার আদেশ দিলেন। প্রতিকৃতিগুলো মুছে ফেলার আগ পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করেননি।... ... ...' (সহীহ বুখারী হা. ৩৩৫২)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، وَحَوْلَ البَيْتِ سِتُّونَ وَثَلاَثُ مِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: "{جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ، إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: ٨١]، {جَاءَ الحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} [سبأ: ٤٩] "

অর্থ : আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন তখন বাইতুল্লাহর আশে পাশে তিনশ ষাটটি মূর্তি বিদ্যমান ছিল। তিনি প্রত্যেক মূর্তির দিকে হাতের লাঠি দিয়ে আঘাত করছিলেন এবং বলছিলেন,

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ.

'সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। সত্য আগমন করেছে আর মিথ্যা না পারে কোনো কিছু সূচনা করতে, না পারে পুনরাবৃত্তি করতে।' (সহীহ বুখারী হা. ২৪৭৮, ৪২৮৭, ৪৭২০; সহীহ মুসলিম হা. ১৭৮১)

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, লাঠির শুধু ইঙ্গিতের দ্বারাই মূর্তিগুলো ধরাশায়ী হচ্ছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম খ : ৭, পৃষ্ঠা : ১১৪)

হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসেও অনুরূপ কথা এসেছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস : ৩৮০৬)

উপসংহার
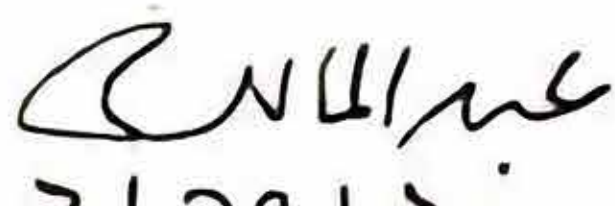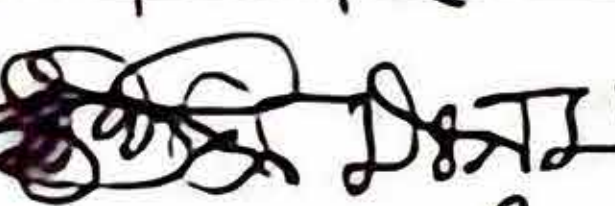
মানুষ বা অন্য যে কোন প্রাণীর ভাস্কর্য আর মূর্তির মাঝে শরীয়তকর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো পার্থক্য নেই। পূজার উদ্দেশ্যে না হলেও তা সন্দেহাতীতভাবে নাজায়েয ও স্পষ্ট হারাম এবং কঠোরতর আযাবযোগ্য গুনাহ।

ইসলামের এমন সুস্পষ্ট বিধানকে পাশ কাটিয়ে প্রাণীর ভাস্কর্য আর মূর্তির মাঝে পার্থক্য করে প্রাণীর ভাস্কর্যকে বৈধ বলা সত্য গোপন করা এবং কোরআন ও সুন্নাহের বিধান অমান্য করার নামান্তর।

উপরন্তু কোরআন-সুন্নাহের সুস্পষ্ট বিধানের সামনে বিভিন্ন দেশের ভাস্কর্য/মূর্তির উপমা টেনে আনা ইসলামের একটি অকাট্য বিধানকে অবজ্ঞা করার শামিল। কোন মুসলিম দেশের শাসকদের শরীয়ত বিরোধী কাজ মুসলমানদের জন্য অনুসরণ যোগ্য নয়। তাদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় হচ্ছে কোরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়ত। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

والله اعلم بالصواب

ফতওয়া প্রস্তুতকারী মুফতিয়ানে কেরাম

	নাম	স্বাক্ষর
১	**মাওলানা মুহা. আব্দুল মালেক,** আমীনুত তা'লীম মারকাযুদ দাওয়া আল ইসলামিয়া ঢাকা	[signature] ২/১২/২০
২	**মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন** মহাপরিচালক ও প্রধান মুফতি আকবর কমপ্লেক্স ঢাকা	[signature] 2/12/2020
৩	**মাওলানা এনামুল হক কাসেমী** প্রধান মুফতী কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা বাংলাদেশ বসুন্ধরা ঢাকা	[signature] 02/12/20
৪	**মাওলানা মহিউদ্দীন মাসুম** প্রধান মুফতি ও শায়খুল হাদীস জামিয়া সুবহানিয়া উত্তরা ঢাকা ও মুফতি, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা ঢাকা	[signature] 02/12/20
৫	**মাওলানা মুহা. তাউহীদুল ইসলাম** উস্তাযুল হাদীস ওয়াল ফিক্হ জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মদপুর ঢাকা	[signature] 02/12/20